তারিখ ২৭।৯।২০০০
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সংবাদ

64

শেরপুরে শিক্ষার মানের অধঃগতি

নালিতাবাড়ি (শেরপুর) প্রতিনিধি

জেলায় শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। চলতি এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের প্রভাব পড়েছে দারুণভাবে। নতুন সিলেবাস চালু হওয়ার পর থেকে সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলে শিক্ষার মান ক্রমেই নিচের দিকে নামছে। এ বছর শেরপুর জেলার চারটি পরীক্ষা কেন্দ্রের মোট ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় নিম্নমুখী। ৩১১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৪৫৭ জন, অকৃতকার্য হয়েছে ২৬৫৩ জন। অর্থাৎ পাসের হার ১৪.৬৯ ভাগ। শেরপুর থেকে এ পর্যন্ত বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় কেউ স্থান করে নিতে পারেনি। জানা গেছে, সচেতন অভিভাবকরা শেরপুরের কলেজগুলোতে তাদের ছেলেমেয়েদের সাধারণত ভর্তি করান না। জেলার বাইরের নামীদামি কলেজগুলোই তাদের বেশি পছন্দ। ফলে এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীর শূন্যতা বিরাজ করে।

শেরপুরের বিভিন্ন কলেজগুলোতে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে অনেকেরই উচ্চ শিক্ষার প্রতি ঝোঁক কম থাকে। আবার কারো থাকলেও পারিবারিক আর্থিক দৈন্যতার কথা ভেবে শুরু থেকেই এক ধরনের হতাশায় ভোগে। অনেকে আবার পড়াশোনার পাট শিকেয় তুলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়ে অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে চায়। সর্বোপরি লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী ও অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার কারণেই এই বিপর্যয় ঘটছে।

দীর্ঘদিন বেসরকারি একটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন এমন একজন শিক্ষকের সঙ্গে ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, ছাত্ররা তো এখন আমাদের কথা শোনে না, তারা চলে কোন না কোন নেতার কথা মতো। সারা বছর বইয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে পরীক্ষার দিনকয়েক আগে বাজার থেকে গাইড কিনে পরীক্ষা পাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এছাড়া মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রের কলেজে ভর্তির সুযোগ, নতুন সিলেবাস, ডোনেশন প্রথা, অথবা রাজনৈতিক প্রভাবে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের কারণে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তিনি আরও বললেন, এবার নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হওয়ায় যারা সুযোগের সন্ধানে ছিল, তারা সুবিধা করতে পারেনি বলেই জেলার ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে।